জাতীয়তাবাদ

সম্পাদনা

সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

'ধরো হাত সবাকার ...' ১১

প্রণিধান

স্বদেশী সমাজ
'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৭
বাঙ্গালার কথা — চিত্তরঞ্জন দাশ — ৪২
গান্ধি ও জাতীয়তাবাদ — নির্মলকুমার বসু — ৫৭
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — গোপাল হালদার — ৬৩
রবীন্দ্রনাথ : রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা — হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — ৭২
রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ — আইজায়া বার্লিন — ৮০
যুগ-মানস : ভূদেবের মানসিকতা — জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী — ৯৪
ভারতবর্ষ ও নেতাজি — শম্ভু ঘোষ — ১০১
মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন — বদরুদ্দীন উমর — ১০৫

প্রতর্ক

ঘৃণা কি জাতীয়তাবাদের আবশ্যিক শর্ত — অভ্র ঘোষ — ১১১
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কমিনটার্নের ভূমিকা — শোভনলাল দত্তগুপ্ত — ১১৬
রেনেসাঁস : আন্তর্জাতীয়তা ও জাতীয়তা — শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — ১৩০
বাংলা ও বাঙালির জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এবং মেডিসিন ও বিজ্ঞানের সাধনা — জয়ন্ত ভট্টাচার্য — ১৪০
জাতীয়তাবাদ ও দলিত প্রশ্ন — কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর — ১৮৭
ফরাসি বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ — গোপাল চন্দ্র সিনহা — ১৯৬
স্বদেশের চিত্রে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা — দেবদত্ত গুপ্ত — ২১৪
রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বক্তৃতামালা ও আজকের ভারতবর্ষ — দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় — ২১৭

জাতীয়তাবাদ : আধুনিকতাবাদী সান্দর্ভিক নির্মাণ না কি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার	অর্পিতা ব্যানার্জি	২২৫
ভাষা আন্দোলনের 'আমরা' বনাম 'ওরা' — একটি সাংস্কৃতিক জটিলতা	বরেন্দু মণ্ডল	২৩৯
উনিশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ ও আমাদের খাদ্য-স্বাস্থ্য সংস্কৃতি	স্বাগতা রায়	২৫২
চন্দ্রনাথ বসু ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ	শশাঙ্ক মণ্ডল	২৭২
জাতীয়তাবাদী চেতনার নিরিখে রাজনারায়ণ বসুর অবস্থান অথবা একটি অবান্তর টাইম ট্র্যাভেল	নীলাদ্রি নিয়োগী	২৮১
জাতীয়তাবাদ : ভাবনা ও উন্মেষ	গৌতম কুমার দে	২৮৮

পরিপ্রশ্ন

জাতীয়তাবাদের দ্বৈত ধারণা	প্রভাত পট্টনায়েক (অনুবাদ : সাহাবুদ্দিন)	২৯৯
ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি	জাইরাস বানাজি (অনুবাদ : গৈরিক বসু)	৩১০
আক্রান্ত স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার মায় সংবিধান	অম্বিকেশ মহাপাত্র	৩২০
জাতীয়তাবাদ : আলিঙ্গন বা আগ্রাসন	গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩০
ভাষামুখোশ ও জাতীয়তাবাদ	সত্রাজিৎ গোস্বামী	৩৩৫
জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা	কুমারজিৎ মণ্ডল	৩৫৭
জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ : একটি সাধারণ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	জিষ্ণু দাশগুপ্ত	৩৬৪
জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি রাষ্ট্র-ভাবনা : তত্ত্ব তথ্য সত্য	সাহাবুদ্দিন	৩৭৪
জনমোহক জাতীয়তাবাদ : জননায়কের পুনরুত্থান	সৌম্য মুখোপাধ্যায়	৪০৫
ফ্যাসিবাদ ও জাতীয়তাবাদ : যোগসূত্র ও গতিপ্রকৃতি	কঙ্ক ঘোষ	৪১৭
বিন্যাসের ন্যারেটিভ, ন্যারেটিভের বিন্যাস : প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদ এবং পরিবেশচেতনা	সুলগ্না খান	৪৫৭

ব্ল্যাক ফেমিনিজম্ : একটি প্রয়োজনীয় জাতীয়তাবাদী ভাষ্য	আনন্দময় ভট্টাচার্য	৪৬৮
মেকলের দীর্ঘ ছায়া	পার্থ সারথি বণিক	৪৭৭
ক্রিকেট, ভারত এবং জাতীয়তাবাদ	অঙ্কন চক্রবর্তী	৪৮৮
জাত্যাবর্ত	অমৃতেশ বিশ্বাস	৪৯৭
সাম্প্রতিক বলিউডি জাতীয়তাবাদ : শত্রুর নাম যখন মুসলমান	সুশান্ত পাল	৫০৩

পরিক্রমা

জাতীয়তাবাদ ও সতীনাথ ভাদুড়ীর কথাসাহিত্য	দেবাশিস মল্লিক	৫২৩
সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী নায়ক : আদর্শের আবেগ ও সত্তার সংকট	সঞ্জীব দাস	৫৩৩
জাতীয়তাবাদ এবং বাংলা নাটক : প্রেক্ষিতে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্ব	শর্মিলা ঘোষ	৫৪৬
কথায়-সুরে জাতীয়তাবাদ	শুভাশিস ভট্টাচার্য	৫৬৩
ঔপনিবেশিক আমলে সংবাদপত্রে জাতীয়তাবাদী ভাবনা : একটি পর্যবেক্ষণ	সুমন পাত্র	৫৮৯
রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা : জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহ	চিত্রিতা বসু	৬০৬
লেখক পরিচিতি		৬২১

‘ধরো হাত সবাকার ... ’

এই সময়ে জাতীয়তাবাদ সংখ্যা প্রকাশের তাগিদ কেন? সহজ উত্তর— দেশদ্রোহীর খোঁজে গেস্টাপো পৌঁছেছে ভাতের হাঁড়িতে। কী খাব কী পরব, কী বলব পড়ব কী— কোনও প্রশ্ন চলে কী! ‘‘ভয় করে যে কত্তা!’’ শোনা যাচ্ছে জর্জ বুশের কণ্ঠ: " If you are not with us, you are with them"। বাহাত্তরের ঘোষণা—ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া। ঐ দেখা যায় রাষ্ট্রভক্তের বজ্রনির্ঘোষ—‘‘দেশকো গদ্দারো কো গোলি মারো...’’, পিটিয়ে পিটিয়ে খুবলে থেঁতলে দেশহিতব্রতের ফুটন্ত রক্ত শান্ত হচ্ছে অহরহ। অন্ধকার নেমেছে, ভয় করছে। নির্জীব শীতলতা ছেয়েছে চারধার।

'us' আর 'them' জাতীয়তাবাদের প্রাণভোমরা। কোন্ পক্ষে আপনি? আমি? সময়কে ঔপনিবেশিক কালপর্বে প্রতিস্থাপিত করলে তখন না-হয় 'us' আর 'them' জুড়ে গিয়ে হয়ে যেতাম 'we'। গেয়ে উঠতাম, ‘‘আমরা আনিব রাঙা প্রভাত।’’ বহিঃশত্রুর নাগপাশ থেকে স্বদেশ মুক্ত করার তিমিরবিনাশী স্বাজাত্যের অভিযানে ‘‘আমরা পাঁজর দিয়ে দুর্গ ঘাঁটি গড়তে জানি।’’ কিন্তু একদিন বর্গকিলোমিটারে কাঁটাতারের পরিসীমায় ভূখণ্ড নির্দিষ্ট হয়, উত্তেজনা থিতিয়ে আসে। তখন ‘আমরা’-ও অটুট থাকে না আর। অভ্যন্তরে জন্ম নেয় ‘ওরা’, ‘তারা’। সংখ্যাগরিষ্ঠ-রা দাবি করে প্রকৃত অর্থে আমরাই ‘আমরা’। এদেশ আমাদের। আমরা আদি। বিশুদ্ধ। পবিত্র পিতার সন্তান, সহোদর আমরা। আমরা ‘ওরা’ নই। ওরা-তারা থাকবে আমাদের বদান্যতায়, অধীনতায়। ‘অপর’ ভিন্ন জাতীয়তাবাদ অকেজো। দেশের বাইরে ভিতরে শত্রুর তল্লাশি নতুবা নির্মাণে নজরদারি নিশ্ছিদ্র।

শত্রু চাই শত্রু। বহিঃশত্রু নির্বাচিত হয় রাষ্ট্রভেদে—পাকিস্তান ইরাক আফগানিস্তান আমেরিকা রাশিয়া ইউক্রেন ন্যাটো আইসিস লস্কর ইত্যাদি। অভ্যন্তরীণ বিপদ—কালো চামড়ার মানুষ, এশীয়, দাড়ি-টুপি মুসলমান, দলিত-আদিবাসী, রোহিঙ্গা মেক্সিকান, কুর্দ, সমস্ত শরণার্থী বিচিত্র অভিবাসী। দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই ‘অপর’-পক্ষ বিপজ্জনক। ওরা সমাজবিরোধী দাঙ্গাবাজ সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী ধর্ষক, ব্যাধির আঁতুড়ঘর। সর্বোপরি ঘুণপোকা ওরা দেশদ্রোহী। দেশের খায় অথচ হিজাব পরে, দায়বদ্ধতা যত বৈর-উন্মায়; খাদ্যাখাদ্য প্রথা সংস্কৃতিতে সনাতনী ঐতিহ্যের পরোয়া করে না। ওরা অ্যান্টি-ন্যাশনাল। দেশে থাকতে হলে থাকতে হবে আমাদের ‘গোলাম’

হয়ে। অধিকারহীন অ-নাগরিক হয়ে। ওদের সঙ্গে জোটে সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী, কমিউনিস্ট; জেএনইউ, যাদবপুর, আম্বেদকর পেরিয়ার সার্কেল সহ বিবিধ 'টুকরে টুকরে গ্যাং'। রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রী উন্নয়ন বিরোধী যত সব। সরকারি 'আমরা'-য় অন্তর্লীন হয় না। প্রশ্ন করে। বাক্‌স্বাধীনতার নামে আজাদির চিৎকারে সার্বভৌম জাতির স্থিতাবস্থা বিপন্ন করে। বিশ্বাসঘাতকরা জাতির নবতম প্রতিপক্ষ। রাষ্ট্রের কামান দাগো। ২০৭ ফুট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জোর সে বোলো—"ভারত মাতা কী; জয়!" সীমান্তে আমাদের সেনারা বিনিদ্র। কোনও শেহেজাদে নয়, ভারতমাতার এক সর্বত্যাগী নিপাট সাধারণ সন্তান যখন দেশের সেবা করে চলেছেন, লৌহকঠিন দৃপ্ততায় দেশরক্ষা করছেন তখন প্রশ্ন কীসের? সুতরাং আজকের স্বদেশি স্লোগান: বিশ্বাসঘাতক ভারত ছাড়ো। স্বয়ম্ভর ভারত গড়ো...।

আমার আপনার দেশপ্রেম কতটুকু 'নিকষিত হেম'?

যদিও প্রশ্ন করা নিষেধ; তবু অনিবার। কীভাবে আমরা নিজেকে দেখতে চাইব, উপস্থাপন করব? অন্য সব পরিচয় মুছে দেব, অবদমন করে অস্তির কন্দরে লুকিয়ে রাখব? একদিকে পণ্যের প্রতি ধাবিত মন দিনরাত। বিশ্বায়নের সমসত্ত্বতার সংস্কৃতি আমাদের ক্রেতা বানিয়ে ঘুরিয়ে মারছে। আপনি ছুটছেন আমরা ছুটছি। ধরতে পারছি না। ছোঁয়া যাচ্ছে না কিছুই। প্রেম বন্ধু সফলতা। সময়ের কুম্ভীপাকে শুধু অস্থিরতার টান। অন্যদিকে diaspora ও xenophobia-র পরস্পরমুখী অভিঘাতে টালমাটাল স্ব-দেশের মাটি। উন্মূলন এই সময়ে আপনার কাছে আহ্বান এল নতুন শক্তিশালী ভারতের কর্মযজ্ঞে শামিল হওয়ার। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা জানালেন, সমৃদ্ধির দিন সমাগত। চলো জোট বাঁধি 'ভারতীয়' পরিচিতি সত্তায়। এক দেশ এক ধর্ম এক ভাষা এক সংস্কৃতি। বৈচিত্র্য ছেড়ে আসো, 'অপর' অবনত হও। কর্তৃত্ববাদের জাতীয়তাবাদী প্রকল্প সর্বগ্রাসী হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু পণ্যায়ন, বিশ্বায়নের অ-পরিচয়ে অনস্তিত্বের সংকটে ফিরে পেল তার 'ভারতীয়' পরিচিতি।

মার্কেট ছেড়ে কথা বলবে কেন? স্বাজাতিকতার সরকারি ভাষ্যের রসদ জোগাতে এগিয়ে এল পুরাতনী সংস্কৃতির বিপণনে। সীমারেখা মুছছে দর্শন থেকে ধর্মের, ইতিহাস হতে পুরাণের। মুক্তচিন্তার প্রহরীরা হয় অনুগত, নয় নীরব। গণতন্ত্র চর্চার পরিসর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সরকারি দখলিস্বত্ব কায়েম সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয়তা জমজমাট। প্রশ্ন সব নিপাত যাক।

প্রশ্ন না-হয় সব মুলতুবি থাকল। কিন্তু উন্মাদনা নিস্তেজ হয়ে এলে বারে বারে পুনরায় স্বরাজ্যের খোঁজ চলে। দেশদ্রোহীর প্রতি ঘৃণা দিয়ে যে পেট ভরে না। দেশ না-হয় একটা ভোট দিতে দিয়েছে, মানুষের মূল্য তো দিল না। দেশপ্রেম মানুষের মর্যাদায় বাঁচতে দিচ্ছে কই? 'ওরা' তো ঘোষিত সুনির্দিষ্ট বিধর্মী বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ।

'আমরা'-র মাঝে কিন্তু এখনও মনু অবিচল অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনে। সীমান্তে সেনা লড়াই করলেও কৃষকের আত্মনাশ থামছে না। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে জাতীয় সংগীত গাইলেও আদানি আম্বানি রাখঢাক রাখছেন না। সমর্পিত প্রাণে 'ভারতমাতার জয়' বলে দেশজননীর পুজো করলেও ঘরের মায়ের কান্না বাঁধ মানছে না। নিজের দেশ খুঁজে চলেছে আপামর। 'সুদিনের' পথ্যকে প্রতারক মনে হতে শুরু করে যখন, পুনর্বার বারংবার তখনই হাজির হয় যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ ঘরে-বাইরে। অনুবর্তন চলে হানাদার তথা মিরজাফর নিকেশ করার [জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ-এর নাম কিন্তু বেইমানের প্রতিশব্দ রূপে দুর্লভ প্রয়োগ]। জাতীয়তা পরিকল্পিত লভ্যাংশ জোগায় এভাবেই।

আমরা কীভাবে নিজেকে দেখতে চাইব? বলতে চাইব আমাদের কথা? অবদমন করব না প্রশ্ন করব? বহুত্ববাদ বৈচিত্র্য সাম্য সর্বগ্রহীতার ভাবাদর্শে নিজেকে মেলাতে চাইব না মুছে দেব সহমর্মের একান্ত আপন অনুরণন?

ভারতবর্ষ আমার তোমার সমন্বয়ে আমাদের। ভারতবর্ষের শাসনস্তম্ভে উৎকীর্ণ তার লক্ষ্য—'সত্যমেব জয়তে'। সত্য হল দেশ কোনও অজর নির্জীব কল্পভূমি নয়। অথবা পরিদৃশ্যমান ভূখণ্ড সীমানা সেনাবাহিনী রাষ্ট্রযন্ত্র প্রভৃতির যোগফল নয়। দেশের আত্মা তার প্রকৃতি, প্রাণ তার মানুষ [রবিনসন ক্রুসোর দেশ আছে, ফ্রাইডেরও আছে দেশ]। ভারতীয় সভ্যতায় ভূমা-র জয়গান বিঘোষিত হয়েছে সুদূর অতীত থেকেই—"বসুধৈব কুটুম্বকম"। বিস্মৃত হব আত্মীয়তা প্রীতি বন্ধনের এই সত্য উচ্চারণ? স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে আমরা যে ভুলতে পারি না ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ফলশ্রুতি আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা-কে। ভারতের জনগণ এখানে 'আমরা' ("WE THE PEOPLE") নামে নির্দিষ্ট। লিপিবদ্ধ আছে—রাষ্ট্রের সত্যনিষ্ঠ কর্তব্য: ভারতকে একটি "সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" রূপে গড়ে তোলা; "সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠা করা; "চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা" সুনিশ্চিত করা ...। আধিপত্যকামী জনমোহক সৌজাত্যবাদ কি আজও স্ব-দেশের প্রজা নাগরিক দেশবাসীকে সাংবিধানিক অধিকার অর্পণ করতে সক্ষম হয়েছে?

উত্তর—না। শত্রুশিবিরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হানলেও দ্রোহ জাগে তাই প্রকাশ্যে সংগোপনে।

সবাই সম্মতি জানায় না। কেউ কেউ নিঃসঙ্গ হয়েও অবিচল থাকেন সত্যের অহর্ণায়। কঠিন অথচ অকপট যে সত্য। রক্তাক্ত হন স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন অন্তরের সাধনায়। দেশকে যেখানে নিতি নিতি গড়ে তুলতে হয় আত্মশক্তিতে সহযোগে সাহচর্যে। স্বদেশি সমাজ গঠনের উপরে জোর দিয়েছেন বেশি। তিনি মনে করেন, বাইরের উল্লাসে আড়ম্বরে দেশ অনায়ত্ত থেকে যায়। জাতের বিচারে ধর্মের

প্রাচীর তুলে, ঘৃণার বিষে জাতগরিমার অভিমান পুষ্ট হয় মাত্র। কবির দেশপ্রতিমার আসন আপন অন্তরে। আমাদের সমন্বয়ধর্মী বঙ-র ভাবসাধনায় পল্লিজীবনের সহজ মানবচর্চায় তাঁর 'মাতৃ-অভিষেক'। মিলনের পরম সত্য মাতৃমন্ত্র। আর্য-অনার্য শুচি-অশুচি হিন্দু-মুসলমান এমনকি শাসক ব্রিটিশ স্বাগত "মহামানবের সাগরতীর ভারততীর্থে"। সবাই ধরবে সবার হাত। মা যে আমাদের আনন্দময়ী।

'আমরা' ও 'ওরা'-র প্রতিস্পর্ধী ধারার মাঝে গান্ধিজিও একা হয়ে পড়েছিলেন। কেননা, তাঁর দেশচেতনার মূলে ছিল স্বরাট্ মানুষ। স্বরাজ তার অবলম্বন। এ মানুষের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। সর্বাঙ্গীণ মানবমুক্তির কথা তিনি বলেছেন। স্বদেশানুরাগকে বিশ্বমানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন—"My love...of nationalism or my idea of nationalism is that my country may die so that human races may live. There is no room for race-hatred here. Let that be our nationalism." জাত্যভিমানী সপার্ষদ ক্ষমতার কারবারিরা শুনবেন কেন তাঁর কথা। আত্মঘাতী স্বজাতীয়তা কেড়ে নিল জাতির পিতা মহাত্মাজি-র প্রাণ। আততায়ী সগর্বে জানিয়ে দিল জাতি-চিন্তার মূল নিহিত হানাহানি দ্বেষ হিংসায়।

নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন রোহিত ভেমুলা। শরীর আর আত্মার মাঝে অনতিক্রম্য দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তাঁর। ভয়ংকর শূন্যতা করেছে নিরাশ্রয়। অ্যালিয়েনেশন সম্পূর্ণ হয়েছে স্বভূমি থেকে। মাত্র একটা ভোট অথবা শুধুই একটা নাম্বার না-হয়ে তারায় তারায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তিনি মহাজাগতিক প্রেম। ভালোবাসতে চেয়ে শূন্য হয়েছেন। জন্ম তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা, বেঁচে থাকা বহমান অভিশাপ; আত্মহত্যা কাঙ্ক্ষিত মুক্তির একমাত্র পথ। তবু রোহিত সর্ব-নাশী সৌজাত্যের হুংকারের কাছে নতজানু হননি। মানুষ তাঁর কাছে সভ্যতার উজ্জ্বল উদ্ধার, চিন্তার একমাত্র আধার।

অতএব কামান দাগলেও প্রশ্ন উঠবেই। জাতীয়তা তুমি কার?

সবাই মাথা নত করে না। নিশ্চুপ থাকে না।

যেহেতু, জানা আছে ফিনিক্স-পুরাণ...

বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে অভিক্ষেপ পত্রিকার জাতীয়তাবাদ সংখ্যা পৌঁছে দিল পুনশ্চ। প্রকাশনার কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়কের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

১৫ আগস্ট, ২০২২

সুশান্ত পাল

প্রণিধান

স্বদেশী সমাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বাংলাদেশের জলকষ্ট-নিবারণের সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।]

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই, কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে—আমাদের আম কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণীখনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে, তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়, সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই; তাহার জলাশয়গুলি দূষিত, পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ

নাই: সমৃদ্ধঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত, সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকার-বাহাদুর,স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার-বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার-বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে-গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। নাহয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই-সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?

ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে; ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন—যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে; কিন্তু কেবল আংশিকভাবে, বস্তুত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন, তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত বড়ো বড়ো কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্য দ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন, কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগ চর্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয় তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়, এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্

এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর, আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে, জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি অবস্থানির্বিচারে গবর্মেন্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্মভার সাধারণের সর্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভালো, না তাহা বিশেষভাবে সরকার-নামক একটা জায়গায় নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে বিলাতরাজ্যের স্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না—অত্যন্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকার-বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভুক্ত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরেজের আইনে